# কলকাতা হাই কোর্ট

সম্মাননীয় বিচারক :**তীর্থঙ্কর ঘোষ**, বিচারপতি

## আভনীত বেদি
## বনাম
## পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য

সি আর আর নং১৭৮২/২০২১ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ১৫/১২/২০২২

**নেগোশিয়েবল ইন্সট্রুমেন্টস অ্যাক্ট (২৬/১৮৮১), ধারা ১৩৮, ধারা ১৪১- ফৌজদারী কার্যবিধি (২/১৯৭৪), ধারা ২০৪-চেকের অসম্মান-প্রক্রিয়া জারি -বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ - অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ডিরেক্টর এর পাশাপাশি অভিযুক্তের প্রতিদিনের ব্যবসা ও বিষয়গুলির দায়িত্বে মামলা হয়।কোম্পানি-মামলা শুরু হওয়ার 10 বছরেরও বেশি সময় পরে, অভিযুক্ত আবেদন করে যে অভিযোগে করা অভিযোগগুলি তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অপর্যাপ্ত ছিল-প্রমাণের তারিখ ইতিমধ্যে নির্ধারণ করা হয়েছে-আরও, অভিযোগে করা অভিযোগগুলি অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে এবং এমন কোনও নথি নেই যা ইঙ্গিত করে যে অভিযোগের যে উপাদানটি তার কাছে পাঠ করা হয়েছিল তা ভুল বা সঠিক নয় - আবেদনটি বিলম্বিত করা, এই যুক্তিটি টেকসই নয়-অভিযুক্তের বিরুদ্ধে প্রক্রিয়া জারি করা, যথাযথ।**

(অনুচ্ছেদ ৮,৯)

**উদ্ধৃত মামলাঃকালানুক্রমিক অনুচ্ছেদগুলি**

| | |
|---|---|
| এ আই আর অনলাইন 2022 এসসি 904 | পারা নং। (4) |
| এ আই আর ২০২২ এস সি ৪৮৮৩ | পারা নং (৭) |
| এ. আই. আর ২০১২স. সি ৩১ | প্যারা নং (৪) |
| ২০১১ এ. সি. ডি ৫৪৯ (এস. সি) | অনুচ্ছেদ নং (৭) |
| এ. আই. আর ২০১০ এস. সি (সাপ) ৫৬৯ | প্যারা নং (৪) |
| এ. আই. আর ২০০৫ এস. সি ৩৫১২ | পারা নং (৪) |

**আইনজীবীদের নাম**

আবেদনকারীর পক্ষে অয়ন ভট্টাচার্য, আর মন্থ, রাজেশ্বর রাও; প্রতিবাদী পক্ষে জারিন এন খান, অশোক দাস, আতিশ ঘোষ, সুমনা বিশ্বাস, অন্তরা দে।

1. **আদেশঃ- বর্তমান পুনর্বিবেচনামূলক** আবেদনটি কার্যধারাকে চ্যালেঞ্জ করে আনা হয়েছে, যা অভিযোগ মামলা নং - সি/ ৮৮০৪/২০১১ নেগোশিয়েবল ইন্সট্রুমেন্টস অ্যাক্টের ১৩৮/১৪১ ধারার অধীনে কলিকাতার নবম আদালতের মাননীয় মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বিচারাধীন এবং তাতে গৃহীত আদেশগুলি সহ।

2. আই. ডি. ই. বি (পি) লিমিটেড (এরপরে 'অভিযুক্ত সংস্থা' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) প্রকল্পগুলির বিরুদ্ধে টাটা স্টিল প্রসেসিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন লিমিটেডের (এরপরে 'অভিযোগকারী সংস্থা' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) অনুরোধে দায়ের এবং অভিযোগের আবেদনে অভিযোগগুলি হয়েছে, এবং এর দায়বদ্ধ ব্যক্তিরা ছিলেন। ফলস্বরূপ যে অভিযোগকারী সংস্থা দ্বারা কাট অ্যান্ড বেন্ড রিইনফোর্সমেন্ট বার সরবরাহের ফলে উদ্ভূত আইনত প্রয়োগযোগ্য ঋণ এবং দায় মেটাতে অভিযুক্ত সংস্থা একটি চেক জারি করে ।.২, 00,00,000/- টাকার উক্ত চেকটি নং ০২২৩০০ নম্বর, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ইন্দিরানগর, ব্যাঙ্গালোর (কেটি) ব্যাঙ্গালোর উপর ১৯.০৭.২০১০ তারিখের করা হয়েছিল। অভিযুক্ত নং ২ (হরকিরত সিং বেদী) দ্বারা অভিযুক্ত কোম্পানির ডিরেক্টর এবং অনুমোদিত ব্যক্তি হিসাবে স্বাক্ষরিত হয়েছিল এবং তার অফিসে অভিযোগকারী সংস্থার কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল।উক্ত চেকটি অভিযোগকারী সংস্থাটি তার ব্যাঙ্ক ,স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিএজি শাখা, রিলায়েন্স হাউস, ২ তলা, ৩৪ চৌরঙ্গী রোড, কোলকাতা ৭০০০৭১-এর কাছে তার বৈধতা সময়ের মধ্যে নগদকরণ এবং আয় সংগ্রহের জন্য উপস্থাপন করেছিল।উক্ত চেকটি অসম্মানিত করা হয়েছিল এবং ১১.০১.২০১১ তারিখের রিটার্ন মেমোতে 'অপর্যাপ্ত তহবিল' মন্তব্য সহ ফেরত দেওয়া হয়েছিল।অভিযোগকারী অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড, ইন্দিরানগর, ব্যাঙ্গালোর (কেটি) ব্যাঙ্গালোর থেকে ১১.০১.২০১১-এ অসম্মানিত চেকের উক্ত তথ্য পেয়েছিলেন।এরপর ০৯.০২.২০১১ তারিখ এ অভিযোগকারী সংস্থা স্পিড পোস্টের মাধ্যমে -এ এ/ডি সহ বিজ্ঞপ্তি পাঠায় এবং ডিমান্ড বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে অসম্মানিত চেকের আওতায় থাকা অর্থ দাবি করে।এ/ডি কার্ডটি ফিরে আসেনি, তবে, ইন্ডিয়া পোস্টের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে দেখা গেছে যে অভিযুক্তকে ১০.০২.২০১১-এ তার অফিসের ঠিকানায় অভিযুক্ত নং ১ থেকে ৩ এর ওপর যথাযথভাবে ডিমান্ড বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছিল।বিজ্ঞপ্তি টি সঠিক ঠিকানায় পাঠানো হয়েছিল এবং তাই এটি অনুমান করা হয় যে

আইনের দৃষ্টিতে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের যথাযথভাবে তা দেওয়া হয়েছিল। ১৫ দিনের মধ্যে ডিমান্ড বিজ্ঞপ্তি পাওয়া সত্ত্বেও অভিযুক্ত ব্যক্তিরা অসম্মানিত চেক বা তার কোনও অংশের আওতায় থাকা অর্থ প্রদান করেননি।অভিযোগ করা হয়েছিল যে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা নিজেদেরকে নেগোশিয়েবল ইন্সট্রুমেন্টস অ্যাক্টের ১৪১ ধারার সাথে পড়া ১৩৮ ধারার বিধানের অধীনে বিচারের জন্য দায়বদ্ধ করেছেন।

2.অভিযুক্ত নং ১ এর পক্ষে দায়ের করা এই পুনর্বিবেচনামূলক আবেদনে প্রধানত জোর দেওয়া হয়েছে যে তার পক্ষে উপস্থিত সম্মানীয় আইনজীবী দাবি করেছেন যে অভিযোগের আবেদনে করা অভিযোগগুলি সত্য বলে গৃহীত হলেও বর্তমান আবেদনকারী অবনীত বেদীর ক্ষেত্রে কোনও অপরাধ নয়।সেই উদ্দেশ্যে এন .আই. অ্যাক্ট এর ১৪১ ধারা সম্পর্কিত অভিযোগগুলি , অভিযোগের আবেদনের প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদে (গুলি) প্রদর্শিত আইনটি নিম্নরূপ নির্ধারণ করা হয়েছেঃ

অভিযুক্তরা তাদের আইনত প্রয়োগযোগ্য ঋণ এবং অভিযোগকারী সংস্থা দ্বারা কাট অ্যান্ড বেন্ড রিইনফোর্সমেন্ট বার সরবরাহের ফলে উদ্ভূত সমস্ত দায় মেটাতে অভিযুক্ত নং ১ সংস্থা অভিযোগকারী সংস্থাকে ২,০০,০০,০০০ টাকা (শুধুমাত্র ভারতীয় টাকা দুই কোটি) এর একটি চেক জারি করে যার তারিখ ২০১০ সালের ১৯ শে জুলাই অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড, ইন্দিরানগর, ব্যাঙ্গালোর (কেটি), ব্যাঙ্গালোরে এবং চেক নং ০২২৩০০ ।উক্ত চেকটি অভিযুক্ত নং ২ দ্বারা অভিযুক্ত নং ১ এর কোম্পানির ডিরেক্টর এবং অনুমোদিত ব্যক্তি হিসাবে স্বাক্ষরিত হয়েছিল এবং উপরে উল্লিখিত হিসাবে তার অফিসে অভিযোগকারী সংস্থার কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল।

৬. অভিযুক্ত ব্যক্তিরা উক্ত ডিমান্ড বিজ্ঞপ্তি পাওয়ার পরে এবং অভিযুক্ত অভিযুক্ত কোম্পানির দায়িত্বশীল ডিরেক্টর /কর্মকর্তা এবং অভিযুক্ত কোম্পানির দৈনন্দিন ব্যবসা ও বিষয়গুলির দায়িত্বে থাকা এবং অভিযুক্ত নং ১ কোম্পানির এই ধরনের দায়বদ্ধতার জন্য দায়বদ্ধ, তারাও উক্ত আইনের ১৪১ ধারার সাথে ১৩৮ ধারার অধীনে বিচার ও শাস্তি পাওয়ার জন্য দায়বদ্ধ, তাই আমি প্রক্রিয়া জারি করার জন্য প্রার্থনা করছি।

4. মিঃ ভট্টাচার্য আপিলকারীর পক্ষে উপস্থিত আইনজীবী দুটি ভিত্তিতে কার্যধারার ধারাবাহিকতাকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন, প্রথমত অভিযুক্ত অভিযোগে অভিযোগকারীর প্রতিনিধির ব্যক্তিগত জ্ঞান সম্পর্কিত বক্তব্যের অনুপস্থিতি এবং দ্বিতীয়ত, অভিযোগের আবেদনে অপর্যাপ্ত প্রমাণ।যাইহোক, যুক্তিতর্কের সময় মাননীয় আইনজীবী বলেন যে –

অভিযোগকারী সংস্থার প্রতিনিধির ব্যক্তিগত জ্ঞান সম্পর্কিত অভিযোগের আবেদনে বক্তব্যের অনুপস্থিতির বিষয়ে তাঁর প্রথম পয়েন্টের যুক্তি দেওয়ার অধিকার আইনজীবী মকূব করেছিলেন।যতদূর পর্যন্ত দ্বিতীয় বিষয়টি সম্পর্কিত, সম্মানীয় আইনজীবী বলেন যে কোনও ব্যক্তির ফৌজদারি দায়বদ্ধতা ভুল কাজ থেকে উদ্ভূত হয় যা খারাপ উদ্দেশ্যের সাথে যুক্ত। প্রতিষ্ঠিত নীতির যেটি উপর নির্ভর করে ল্যাটিন ম্যাক্সিম "অ্যাক্টাস নন ফ্যাসিট রিউম নিসি মেনস সিট রিয়া"-তে অন্তর্ভুক্ত নীতিটি জমা দেওয়া হয়েছিল যে ফৌজদারি দায় সর্বদা ব্যক্তি নির্দিষ্ট এবং "দায়িত্বশীল উচ্চতর" ব্যাক্তির ফৌজদারি আইনশাস্ত্রে কোনও স্থান নেই।মাননীয় আইনজীবীর মতে পরোক্ষ দায়বদ্ধতার নীতিগুলি একটি ব্যাখ্যা যা এন আই অ্যাক্টের ১৪১ ধারার অধীনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আইন যার ভিত্তিতে একটি কোম্পানি এবং তার কর্মকর্তাদের কাজ দায়ী করা হয়।এটি যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে একজন ব্যক্তিকে এন আই অ্যাক্টের-এর ১৪১ ধারার ফাঁদে আনার জন্য, ব্যক্তির নির্দিষ্ট ভূমিকা অবশ্যই বর্ণিত হতে হবে এবং অভিযোগকারীর পক্ষে অভিযোগপত্রে বোঝানো প্রয়োজন যে অভিযুক্ত ব্যক্তিটি কোম্পানির ব্যবসার দায়িত্বে ছিলেন এবং পরিচালনার জন্য দায়বদ্ধ ছিলেন।মাননীয় আইনজীবীর মতে কোনও ডিরেক্টর এর কোনও বিবেচিত দায়বদ্ধতা নেই, এই উদ্দেশ্যে মাননীয় আইনজীবী এস এম এস ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য -এর উপর নির্ভর করেছিলেন। (২০০৫) ৮ এস. সি. সি ৮৯-এ রিপোর্ট করেছেঃ(এ. আই. আর ২০০৫ এস. সি ৩৫১২); ন্যাশনাল স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন লিমিটেড বনাম হরমিত সিং পেন্তাল, (২০১০) ২ এস. সি. সি ৩৩০ -এ রিপোর্টএড এ আই আর ২০১০ এসসি (সাপ) ৫৬৯; অনিতা **মালহোত্রা বনাম আপ্পারেল এক্সপোর্ট** প্রোমোশন, (২০১২) ১ এসসিসি ৫২০-তে রিপোর্ট করা হয়েছেঃএআইআর ২০১২ এসসি ৩১। মাননীয় আইনজীবী আরও অকপটভাবে বলেন **যে, যদিও রায় থেকে যেখানে** সুপ্রিম কোর্ট ডিরেক্টরদের নির্দিষ্ট বা বিস্তারিত ভূমিকা সম্পর্কে

অভিযোগ করার জন্য অভিযোগের পিটিশনে জোর **দেয়নি, তবে সম্প্রতি পবন** কুমার গোয়েল বনাম স্টেট অফ ইয়উ .পি. এন্ড আনাদার., মামলায় ভারতের সুপ্রিম কোর্ট ২০২২ এস. সি. সি অনলাইন এস. সি ১৫৯৮-এ রিপোর্ট **করা হয়েছেঃ(এ. আই. আর.** অন লাইন ২০২২ এস. সি ৯০৪) সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক নির্ধারিত নীতিগুলিকে নিশ্চিত করেছে। এস.এম.এস ফার্মাসিউটিক্যালস (এর উপরে)। উপরন্তু এটি জমা দেওয়া হয়েছে কারণ পরিচালকদের বিরুদ্ধে কোনও অনুমানমূলক দায়বদ্ধতা নেই, অভিযোগটি বিধিবদ্ধ প্রয়োজনীয়তার তুলনায় কম এবং তাই অভিযুক্ত নং ৩/আবেদনকারী/ আভনিত বেদীর বিরুদ্ধে কার্যধারা বাতিল করা উচিত।

5.মামলার রেকর্ডগুলি প্রতিফলিত করে যে এন.আই.অ্যাক্ট এর ১৩৮/১৪১ ধারার অধীনে অভিযোগ ২০১০ সালে দায়ের করা হয় এবং একই তারিখে মামলাটি কলিকাতার ৯ম আদালতের বিজ্ঞ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে হস্তান্তর করা হয়।এন.আই.অ্যাক্ট -এর ১৪৫ ধারার অধীনে দাখিল করা হলফনামা সহ অভিযোগকারীকে পরীক্ষা করার পর মাননীয় ম্যাজিস্ট্রেট প্রাথমিকভাবে সন্তুষ্ট ছিল এবং পরিষেবা ফেরত এবং উপস্থিতির জন্য ১৭.০৫.২০১১ তে প্রসেস ফিক্সিং জারি করেন। ২০.০৮.২০১১ তারিখ থেকে সমন এবং পরোয়ানা বিভিন্ন তারিখে জারি করা হয়েছিল এবং অবশেষে অভিযুক্ত কোম্পানিকে ফৌজদারি কার্যবিধির ৩০৫ ধারার অধীনে এবং পৃথক অভিযুক্ত ব্যক্তিদের অর্থাৎ কম্পানির ডিরেক্টরদের ফৌজদারি কার্যবিধির ২০৫ ধারার অধীনে তাদের সম্মানীয় আইনজীবীদের মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

মামলার নথিগুলি প্রতিফলিত করে যে, দশরথ রূপসিং রাঠোর বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুসারে অভিযোগের মামলাটি অভিযোগের পক্ষে উপস্থিত মাননীয় আইনজীবীর কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।০৯.০৪.২০১৮ এ এন.আই.অ্যাক্টের বিধানগুলির সংশোধনী অনুসারে ফৌজদারি কার্যবিধির ২০০ ধারা এবং ফৌজদারী কার্যবিধি-এর ১৪৫ ধারার অধীনে অভিযোগকারীর নতুন করে পরীক্ষা করা হয়েছিল এবং এন.আই. অ্যাক্টের ১৪৫ ধারাতে এবং তারপরে মাননীয় ম্যাজিস্ট্রেট অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রক্রিয়া জারি করতে সন্তুষ্ট হন, পরবর্তীকালে ০৮.০১.২০২১ এ

ফৌজদারি কার্যবিধির ২৫১ ধারার অধীনে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়, অভিযোগের বিষয়বস্তু তাদের কাছে পাঠ করা হয় যাতে তারা দোষী না হওয়ার আবেদন করে এবং বিচারের দাবি করে। বিজ্ঞ বিচারিক আদালত এরপর সাক্ষ্যের জন্য তারিখ নির্ধারণ করে।

6. মামলাটি শুরু হওয়ার পর ১ 0 বছরেরও বেশি সময় কেটে গেছে।এখন অভিযুক্ত এই আবেদন নিয়ে এসেছে যে, অভিযোগে যে অভিযোগ করা হয়েছে তা তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়।মাননীয় বিচার আদালত ইতিমধ্যে এই মামলায় সাক্ষ্যের তারিখ নির্ধারণ করেছে।

এস.পি. মণি এবং মোহন ডায়েরি বনাম ডঃ স্নেহলতা ইলাঙ্গোভান, .২০২২ এস. সি. সি অনলাইন এস. সি ১২৩৮ এ রিপোর্ট(এ. **আই. আর ২০২২ এস.** সি. ৪৮৮৩) নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদগুলি এই বর্তমান পুনর্বিবেচনামূলক আবেদনের সিদ্ধান্ত নেওয়া উদ্দেশ্যে নির্ধারণ করার যোগ্যঃ

"৩৩।সুতরাং, এই আদালতের উপরোক্ত সিদ্ধান্ত থেকে দৃশ্যমান আইনি নীতিগুলি নিম্নরূপ সংক্ষিপ্ত করা যেতে পারেঃ_

(a) যারা কোম্পানি বা সংস্থার দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং তার ব্যবসা পরিচালনার জন্য দায়বদ্ধ তাদের উপর পরোক্ষে দায়বদ্ধতা স্থির করা যেতে পারে।ধারা ১৪১-এর উদ্দেশ্যে, ফার্মটি একটি কোম্পানির আওতায় আসে;

(b) অভিযোগের ১৪১ ধারার ভাষা আক্ষরিক অর্থে পুনরুত্থাপন করার প্রয়োজন নেই কারণ অভিযোগটি সামগ্রিকভাবে পড়তে হবে;

(c) অভিযোগের বিষয়বস্তু যদি ১৪১ ধারার প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে, তবে অভিযোগটিকে আইনের ক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে হবে।

(d) কোনও অভিযোগকে বাতিল করার জন্য একটি অতি-প্রযুক্তিগত পদ্ধতি গ্রহণ করা উচিত নয়।

(e) চেকের বাউন্স রোধ করা এবং বাণিজ্যিক লেনদেনের বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় রাখার প্রশংসনীয় উদ্দেশ্যটি সংশ্লিষ্ট আদালতকে মনে রাখতে হবে যার ফলে যথাক্রমে ১৩৮ এবং ১৪১ ধারা কার্যকর করা হয়েছে।

(f) এই বিধানগুলি অসততার একটি বিধিবদ্ধ অনুমান তৈরি করে যা কোনও ব্যক্তিকে ফৌজদারি দায়বদ্ধতার সম্মুখীন করে যদি বিজ্ঞপ্তি জারি করার পরেও

বিধিবদ্ধ সময়ের মধ্যে অর্থ প্রদান না করা হয়।

(g) বাতিল করার ক্ষমতা খুব সংযতভাবে প্রয়োগ করা উচিত এবং যেখানে, সামগ্রিকভাবে, অভিযোগের মধ্যে অপরাধের প্রকৃত ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে, সেখানে তা বাতিল করা উচিত নয়।

(h) সংশ্লিষ্ট আদালত অভিযুক্তকে অব্যাহতি দেওয়ার দায়িত্ব পালন করবে যদি অভিযোগে বর্ণিত সমস্ত কিছু সঠিক হয় এবং তাতে করা অভিযোগগুলি অভিযোগকারীর পক্ষে উদারভাবে ব্যাখ্যা করা হয়, তবে অপরাধের উপাদানগুলির সম্পূর্ণ অভাব রয়েছে।

45। একবার অংশীদারদের পরোক্ষ দায়বদ্ধতার বিষয়ে অভিযোগকারীর জারি করা বিধিবদ্ধ বিজ্ঞপ্তিতে প্রয়োজনীয় বিবৃতি দেওয়া হয়ে গেলে এবং এই ধরনের বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির পরে, অংশীদার যদি চুপ করে থাকেন এবং এর উত্তরে কিছু না বলেন, তবে অভিযোগকারীর বিশ্বাস করার সমস্ত কারণ রয়েছে যে তিনি নোটিশে যা বলেছেন তা বিজ্ঞপ্তি গ্রহীতার দ্বারা গৃহীত হয়েছে।এই পরিস্থিতিতে অভিযোগকারীর কাছ থেকে আরও কী আশা করা যায় আভিযোগে বর্ণিত হতে।

47. আমাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তগুলি নিম্নরূপ সংক্ষিপ্ত করা যেতে পারেঃ_

ক) অভিযোগকারীর প্রাথমিক দায়িত্ব হল অভিযোগের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট বিবৃতি দেওয়া যাতে অভিযুক্তকে পরোক্ষভাবে দায়বদ্ধ করা যায়।ফৌজদারি দায়বদ্ধতা দৃঢ় করার জন্য, অভিযোগকারীর পক্ষে এটি দেখানোর কোনও আইনি প্রয়োজন নেই যে ফার্মের অভিযুক্ত অংশীদার প্রতিটি লেনদেন সম্পর্কে অবগত ছিলেন।অন্যদিকে, আইনের ১৪১ ধারার উপ-ধারা (১)-এর প্রথম শর্তে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, অভিযুক্ত যদি আদালতের সন্তুষ্টির জন্য প্রমাণ করতে সক্ষম হয় যে অপরাধটি তার অজান্তেই সংঘটিত হয়েছিল বা সে এই ধরনের অপরাধ রোধ করতে যথাযথ পরিশ্রম করেছিল, তবে সে শাস্তির দায়ে থাকবে না।

খ) অভিযোগকারীকে কেবল সাধারণভাবে জানতে হবে যে, সংস্থা বা সংস্থার বিষয়গুলির দায়িত্বে কে ছিলেন।অন্যান্য প্রশাসনিক বিষয়গুলি কোম্পানি বা

ফার্ম এবং এর দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিদের বিশেষ জ্ঞানের মধ্যে থাকবে।এই পরিস্থিতিতে, অভিযোগকারী অভিযোগ করবেন বলে আশা করা হচ্ছে যে অভিযোগে নাম থাকা ব্যক্তিরা কোম্পানি/ফার্মের বিষয়গুলির দায়িত্বে রয়েছেন।শুধুমাত্র কোম্পানির ডিরেক্টর বা অংশীদাররা, ক্ষেত্রমত, যাদের কোম্পানিতে তাদের ভূমিকা সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান রয়েছে বা কোনও ফার্মের অংশীদারদের আদালতের সামনে দেখাতে হবে যে প্রাসঙ্গিক সময়ে তারা

কোম্পানির বিষয়গুলির দায়িত্বে ছিলেন না।এনআই আইনের যথাক্রমে ১৩৮ এবং ১৪১ ধারার দেখা যায় যে, ১৩৮ ধারার অধীনে কোনও অপরাধের অন্যান্য উপাদানগুলির সন্তুষ্টির ক্ষেত্রে, পরিচালনা পর্ষদ বা কোনও সংস্থার সংস্থা/অংশীদারদের বিষয়গুলির দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তাদের উপর বোঝা থাকে যে তাদের দোষী সাব্যস্ত হওয়ার দায়বদ্ধতা ছিল না।যে কোনও বিশেষ পরিস্থিতির অস্তিত্ব যা তাদের দায়বদ্ধ করে না তা তাদের জ্ঞানের মধ্যে বিশেষভাবে রয়েছে এবং বিচারে এটি প্রমাণ করা তাদের দায়িত্ব যে প্রাসঙ্গিক সময়ে তারা কোম্পানি বা ফার্মের বিষয়গুলির দায়িত্বে ছিলেন না।

গ) বলা বাহুল্য, চূড়ান্ত রায় এবং আদেশ জমা দেওয়া সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করবে। ফৌজদারি দায়বদ্ধতা কেবল তাদের উপরই বর্তায়, যারা অপরাধ সংঘটিত হওয়ার সময় ফার্মের দায়িত্বে ছিলেন এবং ব্যবসা পরিচালনার জন্য দায়বদ্ধ ছিলেন।কিন্তু কোনও ফার্মের অংশীদারদের বিরুদ্ধে পরোক্ষ ফৌজদারি দায়বদ্ধতা অনুমান করা যেতে পারে যখন অংশীদারদের অবস্থা সম্পর্কে অভিযোগের ক্ষেত্রে এটি বিশেষভাবে অনুমান করা হয়।এটি তাদের বিচারের মুখোমুখি হতে বাধ্য করবে কিন্তু এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার দিকে পরিচালিত করে না।অতএব, শেষ পর্যন্ত যদি তারা দোষী নয় বলে প্রমাণিত হয় তবে তারা বিরূপভাবে পক্ষপাতদুষ্ট হয় না, কারণ এর প্রয়োজনীয় পরিণতি তারা খালাস হবে।

ঘ) যদি কোনও ডিরেক্টর এই ভিত্তিতে ৪৮২ ধারার অধীনে একটি পিটিশন দায়ের করে প্রক্রিয়াটি বাতিল করতে চান যে অভিযোগে কেবল যুক্তিহীন এবং যে সে প্রকৃতপক্ষে চেক ইস্যুর সাথে জড়িত নয়, তাকে অবশ্যই প্রক্রিয়াটি বাতিল আদেশ জন্য হাইকোর্টকে বোঝাতে হবে। তার যুক্তি প্রমাণ করার জন্য

অপ্রতিরোধ্য উপাদান বা গ্রহণযোগ্য পরিস্থিতি পেশ করতে হবে তাকে অবশ্যই এমন একটি মামলা তৈরি করতে হবে যে তাকে বিচারের পক্ষে দাঁড় করানো আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার হবে।

48. প্রায় এক দশক আগে র‍্যালিস ইন্ডিয়া লিমিটেড বনাম পোদুরু বিদ্যা ভূষণ মামলায় এই আদালত যে পর্যবেক্ষণ করেছিল, আমরা তার পুনরাবৃত্তি করছি। (২০১১) ১৩ এস. সি. সি ৪৪:(2011 এ. সি. ডি 549 (এস. সি)), কিভাবে হাইকোর্টের ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করার ক্ষমতা প্রয়োগ করা উচিত যখন এই ধরনের কার্যধারা কোম্পানিগুলির দ্বারা সংঘটিত অপরাধের সাথে সম্পর্কিত।"বাণিজ্যিক লেনদেনের জগতে অসংখ্য অনন্য জটিলতা রয়েছে, যার মধ্যে অনেকগুলি এখনও বিধিবদ্ধভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়নি। আরোও বিশেষভাবে, এন আই আইনের ১৪১ ধারায় বর্ণিত নীতি (যা সম ধারা তে খাদ্য নিরাপত্তা ও মান আইন, 2006; পূর্ববর্তী খাদ্য ভেজাল প্রতিরোধ আইন, 1954 ইত্যাদি)সন্দেহহীন তৃতীয় পক্ষের ক্ষতির জন্য অসাধু সংস্থাগুলির দ্বারা অপব্যবহারের জন্য সংবেদনশীল "।

অভিযোগের আবেদনের ২ ও ৬ অনুচ্ছেদে করা অভিযোগগুলি আবেদনকারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় । অভিযুক্তের কাছে যে অভিযোগের বিষয়বস্তু পাঠ করা হয়েছিল তা ভুল বা অসত্য বলে প্রমাণ করার মতো কিছুই আজ অবধি নথিতে নেই। এই অভিযুক্ত/আবেদনকারী তাই তাঁর বিরুদ্ধে মামলাটি বুঝতে পেরেছিলেন।সেখানে একটি

১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে কার্যধারায় নিয়মতান্ত্রিক বিলম্ব, এন .আই. আক্ট - এর বিধানগুলির উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য দ্রুত এবং কার্যকরী প্রতিকার প্রদানের আইনটিকে চরমভাবে উপেক্ষা করা হয়েছে।

হাইকোর্টের সামনে উত্থাপিত বিষয়টি একটি বিলম্বিত আবেদন, মামলার পর্যায় এবং এই মামলায় প্রমাণ শুরু হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে, আমার মতে মাননীয় মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে বিচারাধীন কার্যধারায় হস্তক্ষেপ করা উপযুক্ত এবং যথাযথ হবে না নবম আদালত, কলিকাতা।

তদনুসারে, সি. আর. আর ১৭৮২/২০২১ খারিজ করা হয়। বকেয়া আবেদনগুলি, যদি থাকে, ফলস্বরূপ নিষ্পত্তি করা হয়।অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ, যদি থাকে, তা এইভাবে বাতিল করা হয়।

সমস্ত পক্ষ এই আদালতের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে যথাযথভাবে ডাউনলোড করা এই রায়ের সার্ভার অনুলিপির উপর কাজ করবে।

এই রায়ের জরুরি জেরক্স প্রত্যয়িত ফটোকপি, যদি আবেদন করা হয়, প্রয়োজনীয় নিয়ম মেনে পক্ষগুলিকে দেওয়া হবে।

**আবেদন খারিজ করা হল**

**DISCLAIMER**

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.